

৩. আপনার সন্তানের খবর নিন; সে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী না তো?

বিবর্তনবাদ একটা মৌলিক বিষয় হিসেবে স্কুল-কলেজগুলোতে পড়ানো হয়। এ মতবাদের মূলকথা হচ্ছে: (মানুষ আদিতে বানর ছিল। আস্তে আস্তে বিবর্তন হতে হতে মানুষে পরিণত হয়েছে।)

এ মতবাদে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয় নিহিত, যা ইসলামের গোড়ার সাথেই সাংঘর্ষিক:

১. আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা হচ্ছে।
২. দাবি করা হচ্ছে, সৃষ্টিজগৎ কোন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ব্যতীত আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে।
৩. সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সালাম যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এবং তিনি যে জান্নাত থেকে একজন মানবরূপে দুনিয়াতে আগমন করেছেন এবং পরবর্তী মানবপ্রজন্ম তার ও তার স্ত্রী হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম থেকে বিস্তার লাভ করেছে- তা অস্বীকার করা হচ্ছে।

সন্দেহ নেই, এ তিনটির প্রত্যেকটাই সুস্পষ্ট কুফর এবং এ আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি সর্বসম্মতিতে দ্বীনে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত কাফের।

অতীব পরিতাপের বিষয়, মুরতাদ সরকার তাদের পাঠ্যপুস্তকে এই কুফরী মতবাদকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। যদ্বরণ নবপ্রজন্ম এই সকল কুফরী আকীদা পোষণ করেই বড় হচ্ছে। ১নং কুফরটাতে লিগু না হলেও, দ্বিতীয় কি অন্তত তৃতীয়টাতে অনেকেই লিগু হচ্ছে। এভাবে শুধু এ বিবর্তনবাদের কারণেই মুসলিম নামধারী একপ্রকার মুরতাদ প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছে।

হে মুসলিম ভাই-বোনেরা, আপনারা আপনাদের সন্তানদের খবর নিন; তারা কি এখনোও ইসলামের উপর আছে? না ইতোমধ্যেই মুরতাদে পরিণত হয়েছে? অন্যথায়, এর দায়ভার কিয়ামতের দিন আপনাদের উপরই বর্তাবে। হে আল্লাহ, তুমি হিফাজত কর।